দৈনিক
ইনকিলাব

0-9 OCT 2002

শিশুর কম্পিউটার শিক্ষা

আবিদ হোসেন

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং চাহিদা মোতাবেক এখন অনেক বাবা-মাই চান তার সন্তান ভবিষ্যতে হোক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মাইক্রোসফট বা ওরাকলের মত উঁচুমানের প্রোগ্রামার কিংবা নতুন কোন ল্যাঙ্গুয়েজের আবিষ্কারক। শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এখন অনেক বাবা-মাই তার শিশুর হাতে তুলে দিচ্ছেন কম্পিউটার। কিন্তু আপনার শিশু স্বাভাবিকভাবে কিংবা আনন্দের সাথে এটা গ্রহণ নাও করতে পারে। কম্পিউটার ব্যবহারে শিশুর আগ্রহ বা উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞরা কিছু কৌশল আবিষ্কার করেছেন যা অনুসরণ করলে শিশুকে কম্পিউটারের প্রতি আগ্রহী করা যায়–

বুঝে নিন শিশু কি চায় ঃ শিশুকে কম্পিউটারে অগ্রহী করা অনেকটা পড়াতে বসানোর মতই। কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে মাউস হাতে দিয়ে শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন। দেখে নিন শিশু কোন বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট। আপনি প্রথমেই তাকে গেম দিয়ে শিশুর আগ্রহটাকে বাড়িয়ে তুলতে পারেন। গেম দেবেন ঠিকই কিন্তু কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বা ধ্বংসযোগ্য গেমের প্রতি শিশুকে আকৃষ্ট করবেন না। মজার মজার আনন্দদায়ক গেমগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করুন।

মাল্টিমিডিয়ার যাদুকরী আকর্ষণ ঃ শিশুকে গণনা, গণিত, বর্ণমালা, বানান প্রভৃতি বেসিক শিক্ষাদানের জন্য শিশুদের জন্য রয়েছে মজার মজার প্রচুর প্রোগ্রাম। এ ব্যাপারে আপনি মাল্টিমিডিয়ার সফটওয়্যারের সাহায্য নিতে পারেন। অধিকাংশ মাল্টিমিডিয়ার প্রোগ্রামে শিশুদের মনের প্রাধান্য দেয়া হয় যাতে তারা কম্পিউটারের প্রতি আগ্রহী হয়।

আজকের কম্পিউটার শিক্ষা হচ্ছে বিনোদনভিত্তিক। এ থেকে গান শোনা, সিনেমা দেখা যায় তা আপনার শিশুকে শেখান এবং নানা উপায় অবলম্বন করে আপনার শিশুকে কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলুন।

www.Planet zoom.com, www.ohmygoodness.com; www.discovery.com প্রভৃতি ওয়েবসাইটে আনন্দদায়ক ব্যাপারগুলো পাবেন যা শিশুকে কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

রং তুলি আঁকা ও কমিকস প্রোগ্রাম ঃ শিশুদের বড় বড় পুতুল এবং মজার মজার ছবি আঁকাআঁকি ও সেগুলো রং করে কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। Ms.point খুবই সহজ একটি প্রোগ্রাম যা দিয়ে শিশুরা খুব সহজে ছবি আঁকা-ঝোকা ও রং করতে পারবে। তাছাড়া শিশুরা

www.billybeae4kids. www.garfield.com, www.achiecomics.com ওয়েবসাইটে ছবি আঁকা শিখতে ও কমিকস দেখতে পাবে।

ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন ঃ আপনার কম্পিউটারে যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে তবে আপনার শিশুকে ওয়েবসাইট ব্যবহার করা শিখিয়ে দিন। এতে আপনার শিশু বিশ্বের বিভিন্ন শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারবে। যেমন www.headbone.com/friends/chat, www.dalnet ওয়েবসাইট ব্যবহার করে চ্যাটরুমে আড্ডার শিশুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারবে। শিশুরা ওয়েব সার্ফিং-এর ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে উঠলে ই-মেইল সংক্রান্ত ধারণা প্রদান করুন। এতে তারা বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ই-মেইল করাতে পারবে। সন্দেহ নেই যে এতে তারা দারুণ মজা পাবে।

শিশুকে কম্পিউটার শেখানোর বয়স ঃ আপনার চিন্তার কমতি নেই যে কোন বয়সে আপনার শিশুর হাতে কম্পিউটার দেবেন, আপনি যখন ইচ্ছে দিতে পারেন। এক বছর বয়স থেকেই শিশুর হাতে কম্পিউটার দেয়া যায়। এ বয়সের শিশুদের জন্য প্রচুর প্রোগ্রাম আছে। আপনার শিশু যেটি পছন্দ করে সেটিই তাকে ব্যবহার করতে দিন। Lapware প্রোগ্রামটি আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বর্ণের গ্রাফিক্স সম্বলিত। কী-বোর্ড বা মাউসের সামান্য নড়াচড়াতে এর সব চিত্র সাড়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ স্ক্রীনের ইমেজগুলো কী-বোর্ডের প্রত্যেক চাপেই পরিবর্তন হয়। এতে শিশু আগ্রহী হয় এবং মজা পায়। শিশু যদি এতে সাড়া না দেয় এবং উৎসাহবোধ না করে তবে তাকে পরবর্তী পরিবর্তনগুলো তুলে ধরুন। অপেক্ষাকৃত একটু বড় শিশুদের জন্য দরকার এডভান্সড সফটওয়্যার। এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো এখন আর আগের মত পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এগুলো একটি কিংবা দু'টি সিডির মধ্যে এসে গেছে। এগুলো দারুণ মজাদার এবং জীবন্ত হওয়ায় শিশুরা খুব আনন্দ পাবে।

আজকের কম্পিউটার শিক্ষা হচ্ছে বিনোদনভিত্তিক। এ থেকে গান শোনা, সিনেমা দেখা যায় তা আপনার শিশুকে শেখান এবং নানা উপায় অবলম্বন করে আপনার শিশুকে কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলুন। কম্পিউটারে মজার মজার বিষয়গুলো থাকার ফলে শিশু পিসির মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার জন্য গেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু খেয়াল রাখবেন এটি যেন বিরক্তিকর পর্যায়ে না যায়। প্রচণ্ড হিংস্র, ভয় বিষয়ক গেমগুলোর প্রতি উৎসাহ না দেয়াই উত্তম।